কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়েছে ঝিনাইদহ; জেঁকে বসেছে শীত

কুয়াশার চাঁদরে ঢাকা পড়েছে পুরো ঝিনাইদহ জেলা। পশ্চিমা বাতাশে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। ঘন কুয়াশার কারণে মহাসড়কে যান চলাচলে মারাত্মক বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

সারা দিন সুর্যের দেখা পাওয়া যায়নি। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কর্মজীবী, বৃদ্ধ এবং কোলের ছোট্ট শিশুসহ সাধারণ পথচারিরা। দুরপাল্লার গাড়িতে বাড়ি ফেরার পথে অনেককেই পড়তে হচ্ছে নানা ভোগান্তিতে।

শীত নিবারণের জন্য কেউ কেউ রাস্তার পাশে আগুন জ্বালিয়ে উষ্ণতা নেওয়ার চেষ্টা করছেন। আবহাওয়ার সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, জেলায় তাপমাত্রা নেমে এসেছে ১১থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

এ অবস্থায় বৃদ্ধ ও শিশুরা ঠান্ডাজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। হাসপাতাল গুলোতে শিশুদের উপচে পড়া ভিড়। পরিস্থিতি এভাবে অব্যাহত থাকলে জনস্বাস্থ্যে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জেলা প্রশাসন, বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থা, ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবি সংগঠনের উদ্যোগে শহরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হলেও গ্রাম এলাকায় নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ পর্যাপ্ত শীতবস্ত্রের অভাবে চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন।

চুয়াডাঙ্গাতে কুয়াশায় শীতের আগমনী বার্তা

প্রকৃতিতে শুরু হয়েছে ঋতু পরিবর্তন। শরতের পর হেমন্ত নেমে আসছে, কার্তিক মাস চলছে। সামনে শীত আসলেও এখন প্রকৃতি ঘোষণা করছে শীতের আগমন। প্রকৃতিতে ইতিমধ্যেই বইতে শুরু করেছে মৃদু শীতের

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন এলাকার স্থানীয়রা জানান, গত কয়েকদিন ধরেই গভীর রাতে কুয়াশা এবং ভোর থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ঠান্ডা বাতাস বেড়েছে।

অনুভূতি যাইহোক, কুয়াশা দীর্ঘস্থায়ী হয় না. সূর্য উঠার সাথে সাথে কুয়াশা মুছে যায়। দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর এলাকার আব্দুল কাদের, নিয়মিত ফজরের নামাজ পড়তে বের হন। সকালে বেড়াতে এসে তিনি জানান, গত কয়েকদিন ধরে সকালে প্রচুর কুয়াশা পড়েছে। এমনকি দিনের বেলা সূর্যের তাপমাত্রাও কমেছে। বোঝা যাচ্ছে শীত আসছে।

এদিকে প্রকৃতিতে শীতল হাওয়া বইলেও তীব্র তাপদাহ দেখা গেছে এলাকার সবজি বাজারে। কিন্তু বাজারে মৌসুমি সবজির আগমনে এই গরম বেড়েছে। দামুড়হুদা বাজার, জয়রামপুর বাজার, ডুগডুগী বাজার ও কার্পাসডাঙ্গা কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা যায় ধনে, শিম। বাজারে আসছে বাঁধাকপি, মুলা, ফুলকপি, পালং শাক, গাজর, টমেটোসহ নানা ধরনের মৌসুমি সবজি। কিন্তু সরবরাহ কম থাকায় চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে এসব সবজি।

ফলে দিন ছাড়া রাতের একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রচুর হিমশীতল বাতাস বইতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার পর থেকে রাত বাড়ার সাথে সাথে ঠান্ডা অনুভূত হয়। কুয়াশাও বাড়ছে। মধ্যরাত থেকে গভীর রাত পর্যন্ত শীত অনুভূত হচ্ছে। সম্প্রতি জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে 23.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস।